আল কুরআন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অবিশ্বাসীরা দাবি করে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবে না। বলুন হে রসুল (স:)! অবশ্যই হবে। আমার পালনকর্তার কসম তোমরা নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত হবে। অত:পর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ

(সুরা তাবাগুন-৭ আয়াত)।

হাদিস

আল্লাহ বলিয়াছেন, 'যে কেহ আমাতে ভরসা রাখে, আমি তাহার নিকটে, সে আমাকে স্মরণ করিলেই আমি তাহার সাথে থাকি'।

[ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত স্যার আবদুল্লাহ সুহরাওয়ার্দীর 'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী' থেকে।]

Chief Editor: Barrister Ahmed A Malik

Editor: Sheikh Mozzammel Hossain

Assistant Editor: Muhammad Subhan

News Editor: Z. Hossain (Koyes)

Published by: SK Media (UK) Ltd
117 Whitechapel Road, London E1 1DT

Tel: 020 7422 0006
Fax: 08717 143614
info@weeklybangladesh.com
www.weeklybangladesh.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
Weekly Bangladesh

সম্পাদকীয়

তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কেন নিষ্ক্রিয়

রাজধানীর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু'টি গ্রুপ রামদা-চাপাতিসহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে মহড়া দিয়েছে। প্রতিপক্ষের দিকে অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার এই সন্ত্রাসী ঘটনা চলে গত মঙ্গলবার। অস্ত্র উঁচিয়ে হামলা ও হামলা চালানো ছাত্র নামধারীদের কর্মকাণ্ড পুলিশ নীরব দর্শকের মতো প্রত্যক্ষ করেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে ১০ জনের বেশি। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থাপনা এবং প্রতিপক্ষের মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ক্যাম্পাসে হাজির হলে সংঘর্ষের আপাত-অবসান হয়।

একেবারেই তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছিল। সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, কথাবার্তার একপর্যায়ে আহ্বায়ক গ্রুপ ও যুগ্ম আহ্বায়ক গ্রুপের মধ্যে বচসা হয়। এর সূত্র ধরে যুগ্ম আহ্বায়ক গ্রুপের ক্যাডাররা আহ্বায়ক গ্রুপকে বিতাড়িত করে পুরো ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার করে। আহ্বায়ক গ্রুপ এ সময় ক্যাম্পাসে ঢোকার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা নানা ধরনের অস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে বারবার ঢোকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। একপর্যায়ে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পেছনের গেট দিয়ে ঢুকে প্রতিপক্ষ গ্রুপের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় আহ্বায়ক গ্রুপ। রামদা-চাপাতিসহ বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় উভয় পক্ষ। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় অস্ত্র বহনকারী ছাত্র নামধারী এসব সন্ত্রাসীকে দেখা যায়। পত্রিকার ছবিতে স্পষ্টভাবে দেখা গেছে কাদের হাতে অস্ত্র রয়েছে।

সারা দেশে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কতটা মারাত্মক হয়ে উঠেছে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে তা সবার কাছে স্পষ্ট। প্রথমে তারা সব বিরোধী ছাত্রসংগঠনকে দেশের প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় করেছে হামলা চালিয়ে। এরপর আধিপত্য বিস্তার করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সশস্ত্র ঘাঁটি গেড়ে টেন্ডারবাজি-চাঁদাবাজিও করেছে। একপর্যায়ে আধিপত্য নিরঙ্কুশ করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে। এর পরিণামে নিজেদের সংগঠনের নেতাকর্মীদের বর্বরোচিত কায়দায় হত্যা করতেও পিছপা হচ্ছে না। দেশের প্রায় প্রতিটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের অন্তর্কোন্দলে সম্প্রতি অনেক লাশ পড়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দলীয় কর্মী জুবায়েরের নৃশংস হত্যাকাণ্ড এর সর্বশেষ নজির। নিজেদের মধ্যে রক্তের হোলিখেলায় শুধু দলীয় নেতাকর্মীরা হতাহত হচ্ছেন না, অনেক সময় নিরীহ ছাত্র ও পথচারীও প্রাণ হারাচ্ছেন। এমনকি শিক্ষকেরা পর্যন্ত হচ্ছেন শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত।

জগন্নাথের ঘটনা থেকে আবারো এ ধারণা হলো, ছাত্রলীগের জন্য কোনো আইন নেই। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মহড়া চালানো, প্রতিপক্ষের ওপর বর্বরোচিত হামলা- এ সবই যেন বৈধ। কারণ পুলিশ বা প্রশাসন যেমন তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি পদক্ষেপ নেয় না, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়ার সাহস রাখে না। বিশেষ করে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একেবারেই অসহায়। কেন্দ্রীয়ভাবে আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগ তাদের বিরুদ্ধে যদি কোনো পদক্ষেপ নেয়, তা কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিগত কয়েক বছরে নানা ঘটনায় এটাই প্রমাণিত হয়। জগন্নাথের সংঘর্ষটি কেবল ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের হস্তক্ষেপে স্তিমিত হলো। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় যদি প্রশাসন অকার্যকর হয়, সেখানে আরো বড় সহিংস কর্মকাণ্ডের আশঙ্কা বাড়ে।

সংবাদ ভাষ্য

রাজপথ জনপদ

ফরীদ আহমদ রেজা

তাহরির স্কোয়ার এখনো উত্তাল

আজকের পৃথিবীর সবাই আরব বিশ্ব নিয়ে উদ্বিগ্ন। সকলের প্রশ্ন, কি হচ্ছে সেখানে এবং আগামী দিনগুলোতে কি হতে যাচ্ছে? সিরিয়া এবং মিশরের পরিস্থিতি বর্তমান মুহূর্তে আলোচনার শীর্ষে। তবে সৌদি আরব এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর ভবিষ্যত নিয়ে নানা মহল থেকে তির্যক মন্তব্য আসছে। অবশ্য প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের উদ্বেগের বিষয় এবং মাত্রা সমান নয়। পার্থক্য আছে মুসলিম এবং অমুসলিমের উৎকণ্ঠার মধ্যেও। আবার মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো গ্রুপ। মিশরের নির্বাচনে এ সকল গ্রুপের অনেকেই অংশ নিয়েছে। সেখানে ব্রাদারহুড-এর ফ্রিডম এন্ড জাস্টিস পার্টি পার্লামেন্টে ৪৭ শতাংশ সিট পেয়েছে এবং সালাফিগ্রুপ পেয়েছে ২৫ শতাংশ সিট। এ দু গ্রুপের মূল লক্ষ্য ইসলাম হলেও চিন্তা-চেতনা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে রয়েছে যোজন যোজন ব্যবধান। তারপরও ইসলামপন্থীরা সবাই মিলে সেখানে ৭০ শতাংশের বেশি সিট পেয়েছেন দেখে অনেকের মধ্যে আশা এবং উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যারা ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ করছেন তারা মিশরের নির্বাচনী ফলাফল দেখে আশা করছেন সেখানে গণতান্ত্রিক পন্থায় এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে জুলুম-নির্যাতন থাকবে না এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশ্য তাদের মধ্যেও উৎকণ্ঠা কম নয়। উৎকণ্ঠার একটি কারণ বিভিন্ন শাসকের মেয়াদে প্রায় ষাট বছরের একনায়কত্ব সেখানে যে জঞ্জাল জন্ম দিয়েছে তা পরিস্কার করা সহজ কাজ নয়। ব্রাদারহুড-এর বর্তমান নেতৃত্ব সে জঞ্জাল দূরীভূত করতে ব্যর্থ হলে এক দিকে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে পড়তে হবে এবং অপরদিকে আগামী নির্বাচনে ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় নিয়ে পরাজয় বরণ করে নিতে হবে।

মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুড-এর সাফল্য মিশরে ১৯৫০ সাল থেকে জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে। মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা হাসানুল বান্না, সাইয়েদ কুতুব, আব্দুল কাদির আওদা প্রমুখসহ অসংখ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব নাসের-সাদাত-হোসনি মোবারকের হাতে শাহাদত বরণ করেছেন। নির্যাত, হত্যা, বহিস্কার ইত্যাদি ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। মিশরে ব্রাদারহুড দীর্ঘদিন নিষিদ্ধ ছিল এবং নেতারা ছিলেন আত্মগোপনে। গত ছয় দশকের ত্যাগ ও কুরবানীর পর যে সাফল্য তারা অর্জন করেছেন তা তাদের অবশ্যই ধরে রাখতে হবে। অসংখ্য শহীদের রক্তমাখা সিঁড়ি বেয়ে যে বিজয় এসেছে তা ধরে রাখার জন্যে অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে।

নব্বই দশকে আলজেরিয়ার গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে সামরিক বাহিনী কি ভাবে ভন্ডুল করে দিয়েছে, তাও ব্রাদারহুডের বর্তমান নেতৃত্বের সামনে রয়েছে বলে অনুমান করা যায়। উৎকণ্ঠার এটাই দ্বিতীয় কারণ। স্কাফ বা দ্যা সুপ্রিম কাউন্সিল অব দ্যা আর্মড ফোর্সেজ। গণতান্ত্রিক পন্থায় সেখানে নির্বাচন হয়েছে এবং পার্লামেন্ট গঠিত হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতার চাবিকাঠি এখনো স্কাফের হাতে রয়ে গেছে। গত ২৫ জানুয়ারী ২০১২ তাহরির স্কোয়ারে সমবেত লক্ষ লক্ষ জনতার প্রধান দাবি ছিল একটি-ই এবং তা হচ্ছে স্কাফে-এর বিদায়। স্কাফ বা দ্যা সুপ্রিম কাউন্সিল অব দ্যা আর্মড ফোর্সেজ-এর প্রধান ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মাদ হুসেইন তানতাওয়ী জনতার আন্দোলনের মুখে কিছুটা হলেও পিছু হটেছেন বলে মনে হয়। তিনি গত ৪৫ বছর থেকে কার্যকর জরুরী অবস্থা আগামী ১৮ মাসের মধ্যে প্রত্যাহার করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তা ছাড়া সমারিক আদালতে সাজাপ্রাপ্ত ২ হাজার বেসামরিক নাগরিকের জন্যে ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। উল্লেখ্য যে মোবারক সরকারের পতনের পর স্কাফ বলেছিল তারা জরুরী আইন তুলে নিবে এবং ৬ মাসের মধ্যে বেসামরিক প্রশাসনের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। কিন্তু মিশরের নির্যাতিত জনতাকে এখনো এগুলো বাস্তবায়নের জন্যে তাহরির স্কোয়ারে সমবেত হয়ে শ্লোগান দিতে হচ্ছে। মোবারক উত্তর মিশরের জনগণ স্বাধীনতা ভোগ করলেও প্রতিবাদকারী জনতার উপর সামরিক বাহিনীর নির্যাতন এখনো বন্ধ হয়নি। সামরিক বাহিনীর বিদায় শুধু গণতন্ত্রের স্বার্থে নয়, মিশরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্যেও এটা জরুরী। দেশের বড় বড় মাল্টি-ন্যাশনাল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই সামরিক বাহিনীর লোকদের মালিকানায় বা নিয়ন্ত্রনে চলছে। সামরিক বাহিনীর সাথে জনতার বিরোধের এটাও একটা বড় কারণ।

পাশ্চাত্য ঘেঁষা সেকুলার এলিট শ্রেনীর দৃষ্টিতে মুসলিম ব্রাদারহুড আর তালেবানের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। ইংরেজ এবং ফারুক-নাসের-সাদাত-হোসনি মোবারকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মুসলিম ব্রাদারহুড পাশ্চাত্যে মৌলবাদী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। তাই সাম্প্রতিক নির্বাচনে তারা একটা উল্লেখযোগ্য আসনে বিজয়ী হবার পর সর্বত্র একটা উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হয়েছে। মানবাধিকার, গণতন্ত্র, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, পরমতসহিষ্ণুতা, মহিলাদের অধিকার, আইনের শাসন ইত্যাদি প্রশ্নে সাধারণ ভাবে মুসলিম বিশ্বের রেকর্ড ভালো নয়। এ সকল বিষয়ে ভারত, চীন, ইসরাইল প্রভৃতি দেশের রেকর্ড ভালো না হলেও তা নিয়ে একশ্রেনীর একচোখা বুদ্ধিজীবীর কোন মাথাব্যথা দেখা যায় না। ওয়ার অন টেরর এবং ইসলামোফবিয়ার কারণে ইউরোপ-আমেরিকা যা করছে তাতে মানবাধিকার কতটুকু সমন্নুত হচ্ছে তাও বিবেচনার বিষয়। মিশরের নির্বাচনে মুসলিম ব্রাদারহুডের অগ্রযাত্রা দেখে মানবাধিকার এবং গণতান্তি মূল্যবোধের তথাকথিত রক্ষাকর্তারা প্রশ্ন তুলছেন, এই মৌলবাদী সংগঠন মিশরকে কোন দিকে নিয়ে যাবে? গত ষাট বছর যাবৎ মিশরের নারীরা যে অধিকার ভোগ করছেন তা কি বজায় থাকবে? মিশরের ১০ শতাংশ অধিবাসী কপ্টিক খৃষ্টান। তাদের নিরাপত্তা এবং অধিকার কি মুসলিম ব্রাদারহুড সংরক্ষণ করবে? মুসলিম বিশ্বের জনমতকে উপেক্ষা করে জামাল আব্দুন নাসের ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। মুসলিম ব্রাদারহুড তা কি বজায় রাখবে? মিশরে তাহরির স্কোয়ারে যারা আন্দোলন করেছে তাদের মধ্যে বামপন্থী এবং সেকুলার ঘরানার বিপুল সংখ্যক লোক রয়েছে। সাইয়েদ কুতুবের মানসপুত্রদের হাতে মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং মেহনতি মানুষের চাওয়া-পাওয়া কতটুকু সাফল্য লাভ করবে? আমরা জানি, মিশরের একনায়কদের হাতে ইউরোপ-আমেরিকার স্বার্থ প্রবল ভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। মুসলিম ব্রাদারহুডের নিকট থেকে পাশ্চাত্য কি সে রকম সুবিধা আদায় করতে পারবে?

এ সকল প্রশ্ন বিরোধী শিবির থেকে উত্থাপিত হলেও এর অনেকগুলো তাদের মনেও জাগছে যারা মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুডের সাফল্যে উৎফুল্ল হয়েছেন। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মিশর অনেক বড় এবং শক্তিশালী একটি দেশ। ভূ-রাজনীতিতে, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে এর অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিশরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির উদ্ভব হলে এর বিরূপ প্রভাব বিশ্বরাজনীতির উপর পড়তে বাধ্য। মুসলিম ব্রাদারহুড-এর নেতৃবৃন্দ গত কয়েক দশক যাবত রাজপথে বা বক্তৃতার মঞ্চে অনেক গালভরা চিত্তাকর্ষক কথা বলেছেন। গণতন্ত্র, ন্যায় বিচার, ভূখা-নাঙ্গা মানুষের অধিকার, নর-নারীর সম-অধিকার, চিন্তার স্বাধীনতা, সকল ধর্মের সমান অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি কথা কি তারা কম বলেছেন? এখন সময় এসেছে এ সকল অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করার।

এ প্রসঙ্গে তিউনিসিয়ার ইসলামী আন্দোলনের নেতা রাশিদ আল গানৌশির বক্তব্য এখানে উল্লেখ করার মতো। ইসলামী সমাজে মহিলাদের অধিকার নিশ্চিত নয়, এ ধরণের অভিযোগ খন্ডন করতে গিয়ে রাশিদ আল গানৌশি গত ২৬ ডিসেম্বর, ২০১১, আরবী দৈনিক আশরাক্ব আল-আসওয়াত-এ প্রদত্ত এক সাক্ষাতকারে বলেন, গত পচিশ বছরের অধিক সময় থেকে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম ইসলামপন্থীদের ব্যাপারে জনগণের মনে ভয় সৃষ্টির করে চলেছে। ইসলামপন্থীদের দানব হিসেবে চিত্রিত করে বলা হয়েছে যে তারা আমাদের সমাজকে আক্রমণ করছে, স্বাধীনতা হরন করছে, আমাদের অর্জনকে - বিশেষ করে আইন, শিল্পকলা এবং মহিলাদের অধিকার ধ্বংস করছে। যদিও ইসলামপন্থীরা তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে তিউনিসিয়ার অধিকাংশ মানুষকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে যে এ ধরণের বাজে প্রচারণা সঠিক নয়। এর প্রমাণ হচ্ছে, সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক মহিলা ও পুরুষ ইসলামপন্থীদের ভোট দিয়েছে এবং আন নাহদা পার্টির ৪২ জন মহিলা এমপি পার্লামেন্টে রয়েছেন। এর মাধ্যমে সকল মিথ্যা প্রচারণাকে পদদলিত করে দিয়ে আমাদের মহিলারা এটা প্রমাণ করছেন যে আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নয়, আন নাহদা পার্টিই তাদের স্বাধীনতার গ্যারান্টি দিতে পারে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে রাশিদ গানৌশি বলেন, আন নাহদা পার্টি ১৯৮১ সাল থেকে এ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে কাজ করছে। তখন থেকে বার বার আমরা আমাদের রাজনৈতিক মূলনীতি স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছি। আমাদের মূলনীতি হচ্ছে বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং আমরা সকল প্রকার সন্ত্রাস ও চরমপন্থার বিরোধী। নারী ও পুরুষের মধ্যে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা আমাদের অঙ্গীকার। আমরা সব সময় আমাদের সকল বক্তৃতা-বিবৃতিতে এ সকল কথা জোর দিয়ে বলে আসছি।

মিশর এবং অন্যত্র যারা ইসলামকে বিজয়ী করার জন্যে কাজ করছেন তাদের সবার জন্যে আমরা এখানে একটা কথা খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই। অনেকের মনে এই ভুল ধারণা রয়েছে যে চুরির দায়ে হাত কাটা বা খুনের দায়ে ফাঁসি দেয়া বুঝি একটি ইসলামী রাষ্ট্রের আসল কাজ। আসলে তা মোটেই নয়। রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম, তাদের নিরাপত্তা বিধান, মানবাধিকার নিশ্চিত এবং তাদের মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ করা রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি মানুষের প্রয়োজনও এখন বহুমুখি এবং বহুমাত্রিক। তা ছাড়া সমগ্র পৃথিবী এখন একটি গ্লোবাল ভিলেজ। বিশ্বরাজনীতি এবং বৈশ্বিক প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে শুধু মিশর নয়, পৃথিবীর কোন একটি দেশ বর্তমান যুগে এগিয়ে যেতে পারবে না। সময় এবং প্রয়োজনের এ দাবিকে নতুন নেতৃত্বকে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।

দেড় হাজার বছর আগে হযরত ওমর গরীবের জন্যে আটার বস্তা নিজের পিঠে করে বহন করে নিয়ে গেছেন, এ কাহিনী বার বার শুনে আমরা আবেগ আপ্লুত হয়েছি, হচ্ছি এবং হবো। ক্রীতদাস বিলাল আর জায়েদ নবীজির পাশাপাশি বসে খাদ্য গ্রহণ করেছেন, এটা আমরা জানি। আমরা এটাও জানি, সাধারণ মহিলারা নিরুদ্বেগে মসজিদে নববীতে যেতে পারতেন এবং প্রয়োজন হলে খলিফাকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস রাখতেন। এগুলো ইতিহাসের কথা। সে সব ইতিহাস মানুষ আর শুনতে চায় না। এই সোনালী ইতিহাস নতুন করে রচনা করার সাহস এবং যোগ্যতা যদি মুসলিম ব্রাদারহুডের না থাকে তা হলে মিশরের জাগ্রত জনতা তাহরির স্কোয়ারে পুনরায় জড়ো হয়ে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলতে বাধ্য হবে। ইতিহাস আমাদের এ শিক্ষাই প্রদান করে।

লন্ডন ২৬ জানুয়ারী ২০১২